বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট,

হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।
(সাধারণ ও সংস্থাপন শাখা)
Web: (www.supremecourt.gov.bd)

অফিস আদেশ নং- ৬৮/২০২৬ (পি এন্ড ডি) তারিখ: ০৫/০৪/২০২৬ খ্রি.

বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু জনাব আরিব শেখ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগে পরিচ্ছন্নতাকর্মী (ঝাড়ুদার) পদে কর্মরত আছেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে যে, তিনি গত ০১/০৪/২০২৬ খ্রি. রোজ-বুধবার সকাল আনুমানিক ৯.০০ মিনিট থেকে ৯.৩০ মিনিট এর মধ্যে প্রশাসনিক ভবন-২ এর নিচতলা কোর্ট কীপিং শাখার কম্পিউটার রুমে ঝাড়ু দেওয়ার জন্য উপস্থিত হন। রুমটি আয়তনে ছোট হওয়ায় জনাব আরিব শেখ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ মশিউর রহমানকে উক্ত রুম থেকে বের হয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে বললে তিনি (প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ মশিউর রহমান) সরলমনে উক্ত রুম থেকে বের হয়ে একটু দূরে ওয়াশরুমের দিকে যান। অল্প সময় পরে প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ মশিউর রহমান রুমের দিকে আসলে কোনো কিছু নিচে পড়ার শব্দ পান। তিনি (প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ মশিউর রহমান) তাৎক্ষণিক রুমের কাছে গিয়ে দেখেন সেখানে ময়লা ফেলার বড় ট্রলি রাখা আছে। তার (প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ মশিউর রহমান) সন্দেহ হওয়ায় উক্ত ময়লার ট্রলির ঢাকনা উঠিয়ে দেখেন সেখানে একটি কম্পিউটারের ইউপিএস রাখা আছে। তিনি তখন পরিচ্ছন্নতাকর্মী আরিব শেখকে উক্ত ইউপিএস কীভাবে রুমের ভেতর থেকে এই বড় ট্রলির ভেতরে আসলো তা জানতে চাইলে সে (আরিব শেখ) জানায় তার ভুল হয়েছে। তিনি (প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ মশিউর রহমান) তৎক্ষণাৎ গেটের দায়িত্বে থাকা দারোয়ান সোহেল, এফিডেভিট শাখার আব্দুল বাসিত ও কোর্ট কীপিং শাখার জুনায়েদ পারভেজ ও মুদ্রাক্ষরিক গাজী হাসান আল রাব্বীকে বড় ট্রলির ভেতরে রাখা ইউপিএসটি দেখান। তিনি (প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ মশিউর রহমান) সম্পূর্ণ ঘটনাটি কর্তৃপক্ষকে অবগত করেন। তাছাড়াও, সহকারী রেজিস্ট্রার (সাধারণ ও সংস্থাপন) জনাব মোঃ অলি উল্লাহ মাননীয় রেজিস্ট্রার জেনারেল মহোদয় বরাবর আভযোগ করেন যে, ফরমস্ এন্ড স্টেশনারি শাখার সিঁড়ির পাশ থেকে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট-এর নামযুক্ত ও গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস থেকে সরবরাহকৃত সাদা রংয়ের ৭ বান্ডিল (১৪০০টি) ফাইল কভার চুরি হয়েছে। এরপর মাননীয় রেজিস্ট্রার জেনারেল মহোদয়ের নির্দেশে সহকারী রেজিস্ট্রার (সাধারণ ও সংস্থাপন) জনাব মোঃ অলি উল্লাহ ও সহকারী রেজিস্ট্রার (কোর্ট কীপিং) জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন সিসিটিভি ফুটেজ যাচাই করে দেখতে পান যে, ঐদিন সকাল আনুমানিক ৯.০০ থেকে ৯.৩০ এর মধ্যে প্রশাসনিক ভবন-২ এর নিচতলার ইউপিএস চুরির চেষ্টায় অপরাধটি আরিব শেখ কর্তৃক সংঘটিত হয়েছে। তাছাড়াও, সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায় যে, আরিব শেখ গত ৩০/০৩/২৩২৬ খ্রি. তারিখ সোমবার দুপুর আনুমানিক ২.০০ ঘটিকায় প্রশাসনিক ভবন-৪ এর নিচ তলায় একটি ময়লা ফেলার ট্রলি নিয়ে প্রবেশ করে। উল্লেখ্য, আরিব শেখ প্রশাসনিক ভবন-২ এর পরিচ্ছন্নতার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকলেও সে (আরিব শেখ) উক্ত সময় ও তারিখে প্রশাসনিক ভবন-৪ এ প্রবেশ করে সেখানে ঢেকে রাখা ফাইল কভার এর ভেতর থেকে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট-এর নামযুক্ত ও গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস থেকে বের হয়ে ট্রলিসহ ৭ বান্ডিল (১৪০০টি) ফাইল কভার ময়লার ট্রলিতে করে, প্রশাসনিক ভবন-৪ থেকে বের হয়ে ট্রলিসহ প্রশাসনিক ভবন-৩ এ প্রবেশ করে সেখানে কিছু সময় অবস্থান করেন। পরবর্তীতে সে প্রশাসনিক ভবন-৩ থেকে বের হয়ে সুপ্রীম কোর্ট মেডিকেল রোড হয়ে সামনে অগ্রসর হয় এবং এনেক্স ভবন এর সামনের পথ ধরে মাজার গেইট দিয়ে ময়লার ট্রলিসহ মেইন গেইটের বাহিরে বের হয়ে যায় ও তাকে কলেজ রোড এর দিকে এগিয়ে যেতে দেখা যায়। এরপর সহকারী রেজিস্ট্রার (কোর্ট কীপিং) জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন কর্তৃক কোর্ট কীপার জনাব ইউনুস খান, হেড দারোয়ান জনাব জসিম, পরিচ্ছন্নতাকর্মী সজিবসহ আরও অনেকের উপস্থিতিতে জিজ্ঞাসাবাদে আসামী আরিব শেখ চুরির ঘটনা স্বীকার করে এবং জানায় যে, সে ফাইল কভার চুরি করে আনন্দবাজারস্থ ভাই ভাই সেন্টারে জনৈক আল

আমিন এর কাছে বিক্রি করেছে। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তৎক্ষণাৎ আসামীকে কোর্ট কীপিং শাখার হেফাজতে নেওয়া হয় এবং অত্র অভিযোগে তার বিরুদ্ধে শাহাবাগ থানায় মামলা নং-০৩ তারিখ: ০১/০৪/২০২৬ খ্রি.রুজু তাকে গ্রেফতার করা হয়। উল্লেখ্য, গত ১০/০৮/২০২৫খ্রি. তারিখেও আরিব শেখ এর বিরুদ্ধে ফাইল কভার চুরির একটি অভিযোগ দায়ের করা হয় এবং ঐ অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং-৯/২৫ চলমান রয়েছে। জনাব মো: আরিব শেখ এর উক্তরূপ কার্য অফিস শৃঙ্খলা পরিপন্থী, The Supreme Court of Bangladesh (High Court Division) Employees (Discipline and Appeal) Rules, 1983 এর বিধি 2(4) অনুযায়ী অসদাচরণের সামিল, বিধি 2(4) সঙ্গে পঠিতব্য 3(b) এর অপরাধ, যা বিধি 4(1) অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য। অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় তাকে আশু সাময়িক বরখাস্ত (Suspend) করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সেহেতু "পরিচ্ছন্নতাকর্মী (ঝাড়ুদার)" জনাব আরিব শেখকে The Supreme Court of Bangladesh (High Court Division) Employees (Discipline and Appeal) Rules, 1983 এর বিধি 10(1) অনুযায়ী চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত (Suspend) করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে অভিযুক্ত কর্মচারী প্রচলিত বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা (Subsistance Allowance) প্রাপ্য হবেন।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আদেশক্রমে
স্বা/-
তাং- ০৫/০৫/২৬
(মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী)
রেজিস্ট্রার জেনারেল
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট,
ঢাকা।

রেজিস্ট্রার জেনারেল।

স্মারক নং- ৬৮৪৫(৩) জি,ই,এস, তারিখঃ- ... 2026

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ-

১। সিস্টেম এনালিস্ট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রচারের জন্য)।
২। চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, কক্ষ নং- ৫২৮, ৫ম তলা, সি,জি,এ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৩। ডি,ডি,ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।
৪। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।
৫। কোর্ট কীপার, কোর্ট কীপিং শাখা, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।
৬। সুপারিনটেনডেন্ট, সাধারণ ও সংস্থাপন শাখা, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।
৭। হিসাবরক্ষক, হিসাব শাখা, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।
৮। জনাব আরিব শেখ, পরিচ্ছন্নতা কর্মী (ঝাড়ুদার), কোর্ট কীপিং শাখা, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।
৯। (পি এন্ড ডি) কপি।

০৫/০৫/২৬
ডেপুটি রেজিস্ট্রার
(সার্বিক ও আদি অধিক্ষেত্র)

H:\SUSPEND CIRCULAR.DOCX